

## হাদীস শরীফ

### প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তির আগমন

কুরআন : নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রাসূলকে যিনি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেক্রমে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরা তুল মুয্যাম্মিল : ১৬)

হাদীস : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবু দাউদ ২য় খন্ড বাবু মালাহেম)।

ব্যাখ্যা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ তাআলার সদয়-দৃষ্টি এই উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এই উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন, তখনই এই উম্মতের সংশোধনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেই ধারণা যে, এই উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এমন বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না, তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস-বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহর রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনামের [সৃষ্টির সেবা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে

জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিস্প্রভ ও জ্যোতির্বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এই অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন, যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রাসূলের সেই পরিষ্কার ও অতি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, “প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন”—তবেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীকরণ বৃদ্ধি করার সুযোগ, খোদা তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি।

কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয়, বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতার সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এবং এর যথোচিত সমাদর না করা এবং তা থেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এই কথা বলতে চাই এবং এই ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমিই সেই ব্যক্তি, যাকে যথাসময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে” (ফতেহ ইসলাম)।

আল্লাহ করুন, যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ ইমামকে চিনে তার হাতে বয়আত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ  
মুরব্বী সিলসিলাহ